বিডিসিএসও প্রসেস বার্ষিক সম্মেলন। ২৩, ২৫ এবং ২৭ অক্টোবর। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট

আমরা কারা এবং কেন?

এটি একটি প্রক্রিয়া, আনুষ্ঠানিক কোন নেটওয়ার্ক নয়

আমরা আনুষ্ঠানিক কোনও নেটওয়ার্ক নই, ফোরামও নই, কিন্তু আমরা একটি প্রক্রিয়া। উন্নয়ন, মানবিকতা এবং মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এমন অন্য যে কোন নেটওয়ার্ক বা ফোরাম আমাদের প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে পারে। আমরা এটিকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে অভিহিত করছি, কারণ আমরা যেকোনো নেটওয়ার্ক বা ফোরাম থেকে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতে পছন্দ করি। আমরা কিছু বিষয়ে ন্যূনতম সাধারণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে নাগরিক সমাজের মধ্যে ঐক্য দেখতে চাই। আমরা মনে করি, বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের ঐক্য অপরিহার্য, এই খাতের ঐক্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে প্রচারণা চালানোর জন্যও ঐক্যবদ্ধ থাকাটা জরুরি। আমরা এটাও বলতে চাই যে, আমাদের একটি গৌরবময় অতীত আছে, আমাদের সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, এবং এটি তখনই সম্ভব যখন আমরা নাগরিক সমাজের একটি ঐক্য পাব। আমাদের সমাজে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অর্থাৎ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদের বিকাশও অপরিহার্য।

আমাদের যে নীতিগুলি বজায় রাখি

সরআমরা কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি বজায় রাখি (ক) আমরা সক্রিয় সকল অংশীজনের সাথে, বিশেষ করে আমাদের সরকারের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখি: (খ) আমরা নাগরিক সমাজের অন্যান্য সকলকে বৃহত্তর ঐক্যের জন্য উৎসাহিত করি; (গ) আমরা এক-অন্যকে অহেতুক দোষারোপের প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করি; (ঘ) আমরা সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পছন্দ করি, কাউকে বাদ রাখতে চাই না; (ঙ) আমাদের সম্পর্ক হবে জ্ঞান ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে; (চ) আমরা গণমাধ্যমের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখি; (ছ) আমরা সাধারণ ন্যূনতম নীতির ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করি; (জ) আমরা সব সম্ভাব্য রাজনৈতিক শক্তির সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক পছন্দ করি, কিন্তু আমরা কোন রাজনৈতিক দল বা শক্তির অংশ হতে চাই না। আমাদের কার্যক্রমে রাজনীতির সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু আমরা দল-নিরপেক্ষ।

আমাদের প্রেরণা এবং যে বিষয়গুলোর উপর আমরা গুরত্বারোপ করি

অর্থ সহায়তার কার্যকারিতা থেকে উন্নয়ন কার্যকারিতা শীর্ষক বৈশ্বিক আলোচনা এবং দলিলগুলো দ্বারা আমরা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত, আমরা মন্টেরারি থেকে নাইরোবি পর্যন্ত বিভিন্ন বৈশ্বিক ঘোষণাসহ, বিশেষ করে প্যারিস ঘোষণাপত্র এবং অ্যাক্রা কর্মসূচি সহ সমস্ত ঘোষণাপত্র গভীর মনযোগের সঙ্গে অনুসরণ করেছি। আমরা জিপিইডিসি (Global Partnership on Effective Development Cooperation) গঠন এবং এর কাজ দ্বারা উৎসাহিত হয়েছি, কারণ এটি রাষ্ট্র, বাজার এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। আমরা অংশীদারিত্বের নীতিগুলি (প্রিন্সিপাল অব পার্টনারশিপ ২০০৭), চার্টার ফর চেঞ্জ (২০১৫), গ্র্যান্ড বার্গেইন (২০১৬) এবং স্থানীয়করণের বিষয়ে আইএএসসি নির্দেশিকা (জুলাই ২০২১) দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত। প্রকৃতপক্ষে, আমরা জাতীয় ও স্থানীয় সিএসও-কে গুরুত্ব দিই, সেগুলো টেকসই এবং জবাবদিহিমূলক হওয়া উচিত। আমরা সিএসও বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ এনজিওতে বিশ্বাস করি, অর্থাৎ, এনজিওগুলিকে বিভিন্ন সেবা প্রদানের পাশাপাশি অবশ্যই গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের জন্য সোচ্চার হতে হবে। আমরা স্থানীয় সুশীল বা নাগরিক সমাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিই, কারণ ন্যূনতম প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেগুলোতে স্থাযিত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতার সুযোগ তৈরি করা সম্ভব। আমরা বিকেন্দ্রীভূত মোবালাইজেশনে বিশ্বাস করি, অগ্রাধিকার অনুযায়ী আমরা নেতৃত্বের উন্নয়নে গুরুত্ব দিই, নেতৃত্বকে জ্ঞান এবং দর্শনের উপর ভিত্তি করে থাকতে হবে।

২০২১ বিভাগীয় এবং জাতীয় সম্মেলনের জন্য আমাদের বিষয়সমূহ

বিভাগীয় কর্মশালাগুলি সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হবে। (ক) রাষ্ট্র, বাজার এবং সুশীল সমাজের সম্পর্ক এবং কেন আমাদের একটি কার্যকর তৃতীয় খাতের প্রয়োজন নিয়ে-তা নিয়ে আলোচনা হবে, (খ) আমাদের মূল প্রেরণাগুলি কী এবং (গ) নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি কী হওয়া উচিত এই তিনটি বিষয় নিয়ে বিভাগীয় কর্মশালাগুলোতে আলোচনা হবে। আমরা এই অনুষ্ঠানগুলোতে সিএসও-এনজিওদের সক্রিয় সম্ভাব্য সকল নেটওয়ার্ক এবং ফোরামকে একত্রিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

জাতীয় সম্মেলনটি হবে ভার্চুয়াল এবং এটি অনুষ্ঠিত তিন ধাপে, তিনদিন। ২৩, ২৫ এবং ২৭ অক্টোবর প্রতিদিন আড়াই ঘণ্টা করে এই সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এই তিনটি অধিবেশন হলো: (ক) কেন এবং কিভাবে সুশীল সমাজ কার্যকর তৃতীয় খাত তৈরির জন্য সংগঠিত হয়, (খ) আমরা আন্তর্জাতিক

এবং অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে একটি স্বচ্ছ এবং নীতি-ভিত্তিক অংশীদার নির্বাচন আশা করছি, (গ) অন্তর্ভুক্তি এবং সহনশীলতার সংস্কৃতি, বৃহত্তর ঐক্য এবং সংহতি।

প্রতিটি অধিবেশনের জন্য, আমরা জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা বেশ কয়েকজন তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছি, যারা তৃণমূল পর্যায়ে সক্রিয় এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। আমরা পর্যবেক্ষণ (মনিটরিং) ও প্রযুক্তিগত সহায়তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকার গুরুত্বকে স্বীকার করি, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের মূল নেতৃত্ব দিতে হবে স্থানীয় নাগরিক সমাজকেই।

আমরা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের কথা বলার জন্য যতটা সম্ভব সুযোগ প্রদান করব। আমরা একটি উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি যাতে এই সুযোগ থাকবে। আমাদের ইংরেজি এবং বাংলা অনুবাদের ব্যবস্থা থাকবে।

স্বাধীনতার চেতনায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি নিশ্চিত করতে
চাই আত্মমর্যাদাশীল স্থানীয় এনজিও-সিএসও

BDCSO PROCESS

জাতীয় সচিবালয়
বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী,
ঢাকা ১২০৭